পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছর

কারিগরি সহযোগিতায়

উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ

সার্বিক সহযোগিতায় :

উপজেলা পরিষদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

❖ উপদেষ্টা

জনাব নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
ঢাকা-৩

❖ সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব শাহীন আহমেদ
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

মোছাঃ আলো বেগম
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

জনাব মোঃ সাহিদুল হক
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

❖ সহযোগিতায়/টিজিপি কমিটি

মোঃ শহীদুল আমিন
উপজেলা কৃষি অফিসার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

কাজী মাহমুদুল্লাহ
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

জনাব সবুজ হাওলাদার
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

জনাব মোঃ ইসমাঈল
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

কামরুন্নাহার
সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

❖ সম্পাদনায়

মোঃ মেহেদী হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

❖ কারিগরি সহযোগিতায়

মোসাঃ শাহীনা বেগম
উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলেটেটর, ইউজিডিপি, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রকাশকাল
জুলাই ২০২২ খ্রিঃ।

❖ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন
২৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ।

❖ মুদ্রণে

নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা-৩

বাণী

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। মাঠ পর্যায়ে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই স্তর সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

সুষম স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর হতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের জন্য পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ জনগণের সেবায় আরও সম্পৃক্ত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা তাদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২৩ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছর) সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছে যা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ এ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে এ আমার প্রত্যাশা।

নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

মোঃ শহীদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক
ঢাকা

বাণী

দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নের ওপর। এই তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন করতে হলে গ্রাম, ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজই সুন্দরভাবে করা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর কাজের সফলতা নির্ভর করে। এই জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন। সেক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ একটি তৃণমূল সংগঠন হিসেবে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা তাদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২৩ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছর) প্রণয়নের এই মহতী উদ্যোগ প্রশংসনীয় ও অন্যদের জন্য অনুকরণীয়।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। তাছাড়া গণতন্ত্রে কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে গণতন্ত্র সুসংহত হবে বলে আমার বিশ্বাস। সর্বোপরি, এ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ আরো কার্যকর হবে বলে আমি মনে করি। কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২৩ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছর) প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মোঃ শহীদুল ইসলাম

মোঃ আবুজাফর রিপন
উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার
ঢাকা

বাণী

বর্তমান সরকার উপজেলা পরিষদগুলোকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপজেলা পরিষদ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ, রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩ হতে ২০২৬-২৭ অর্থ বছর) প্রণয়ন করেছে যা সত্যি প্রশংসার দাবিদার ও অনুকরণীয়। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতীত কোন উন্নয়ন কাজই সফলতার সাথে সম্পন্ন করা কষ্টসাধ্য। জন অংশগ্রহণে তৈরীকৃত এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। উপজেলাবাসীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোঃ আবুজাফর রিপন

শাহীন আহমেদ
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

মুখবন্ধ

১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঢাকা জেলার আওতাধীন কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় উন্নয়নের যে বিশাল সম্ভবনা রয়েছে, পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা গেলে উপজেলাটিকে দ্রুত উন্নয়নের শিখরে উপনীত করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন উপজেলা পরিষদের ক্ষমতায়ন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ, শিক্ষিত ও বিজ্ঞান সম্মত নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে উপজেলার সমন্বিত পরিকল্পনা, উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহ নিয়ে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় এনে জনগণকে সঠিকভাবে সেবা প্রদানের মাধ্যমে দৃশ্যমান উন্নয়ন সম্ভব। এ বিষয়কে সামনে রেখে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ২০২২-২০২৩ হতে ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতার জন্য ইউজিডিপি ও জাইকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বইটি প্রণয়নে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন উপজেলায় কর্মরত সকল বিভাগ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন। সকলকে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সার্বিক তথ্যচিত্র সম্বলিত পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার সমন্বিত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এ প্রত্যাশায়।

শাহীন আহমেদ

মোঃ মেহেদী হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশার নিরিখে উপজেলা পরিষদের এখতিয়ারভূক্ত এলাকার উন্নয়নে একটি বাস্তবসম্মত সুষ্ঠু পরিকল্পনার অসীম গুরুত্ব রয়েছে। স্থানীয় জনগণের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে উপজেলা পরিষদ ২০২২-২০২৩ হতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের জন্য পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা অত্র উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের লক্ষ্য নির্ধারণে এবং তা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি উপজেলায় আগামী পাঁচ বছরে কি কি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং অর্থের সংস্থান ও বাস্তবায়ন কিভাবে হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়সীমা দেওয়া হয়; ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দপ্তরে তাদের স্ব স্ব প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় এবং সঠিক পরীবিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ণয় (Need Assessment) পূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় ধারাবাহিকভাবে যে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্প প্রণয়নে উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও হস্তান্তরিত দপ্তর কর্মকর্তাদের যে কর্মতৎপরতা দেখছি তাতে আমি আশা করছি কেরাণীগঞ্জ উপজেলা একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের জন্য প্রণীত এ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩ হতে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছর) বাস্তবায়নে আমি সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ মেহেদী হাসান

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি	০৯-১১
২	উপজেলার মানচিত্র	১২-১৩
৩	জনসংখ্যাতাত্বিক ও আর্থ -সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত	১৪-১৫
৪	পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১৬-২০
৫	বাজেটের সার-সংক্ষেপ	২১
৬	হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক উপজেলায় বাস্তবয়িয়ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচি	২২-২৬
৭	রূপকল্প বিবরণী	২৭
৮	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচক লক্ষ্য ও ফলাফল	২৮-৩০
৯	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ	৩১
১০	পরিকল্পনা ফরম্যাট	৩২-৩৬
১১	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	৩৭-৩৮
১২	উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পিএসসি এবং টিজিপি কমিটির সদস্যদের তালিকা	৪৯-৪০

ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম স্তর। ১৯৮৪ সালে উপজেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার পর স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকাররের এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে উপজেলা পরিষদ রহিতকরণ করার পর ২০০৯ সালে পুনরায় উপজেলা ব্যবস্থা চালু হলেও যেহেতু দীর্ঘদিন উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বন্ধ ছিল তাই ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পর অনেকটা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়হীনতা, কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতুল বরাদ্দ, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতার অভাব, পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ আইনের দূর্বলতা আর কেন্দ্রীয় সরকারের সুদৃষ্টির অভাবে উপজেলা পরিষদ এখনও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ও এ বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। তবে আশার কথা উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট এর সহায়তায় কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কাঠামোগত শক্তিশালীকরণ এবং এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধমে একটি গণতান্ত্রিক ও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের সেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এরই প্রায়াস হিসেবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পরিষদকে কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে অন্যতম ধাপ। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী পরিষদ তার এখতিয়ারভূক্ত বিষয়ে তহবিলের সাথে সংগতি রেখে পাঁচশালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়নের বিধান রয়েছে। স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং খাতভিত্তিক পরিকল্পনাকে সামাঞ্জস্য করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প (ভিশন)-২০৪১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সক্রিয় বিবেচনা করে কেরাণীগঞ্জ উপজেলার আগামী ০৫(পাঁচ) বছরের কর্মপরিরকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিচিতিঃ

কেরানীগঞ্জ ২৩.৬৮৩৩ক উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৯০.৩১২৫ক পূর্বদ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত । ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর উপকণ্ঠে কেরানীগঞ্জ অবস্থিত । ১৬৬.৮৭ বর্গকিলোমিটার এলকা নিয়ে গঠিত কেরানিগঞ্জ উপজেলার উত্তরে মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, কামরাঙ্গিরচর, লালবাগ, কতোয়ালি ও সূত্রাপুর থানা এবং সাভার উপজেলা, পূর্বে শ্যামপুর থানা এবং নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিণে সিরাজদিখান উপজেলা এবং পশ্চিমে নবাবগঞ্জ ও সিঙ্গাইর উপজেলা অবস্থিত । প্রধান নদী বুড়িগঙ্গা এবং ধলেশ্বরী । তিনটি আধুনিক সেতু (বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু যা বুড়িগঙ্গা সেতু-১ নামে ও পরিচিত ও বুড়িগঙ্গা সেতু-২ এবং মোহাম্মদপুর দিয়ে বুড়িগঙ্গা সেতু-৩) দ্বারা রাজধানী ঢাকাহতর সাথে কেরানীগঞ্জ সংযুক্ত।

যোগাযোগঃ

রাজধানী ঢাকা মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ ও লালবাগ থানা, পূর্বে নারায়গঞ্জ সদর ও লৌহজং উপজেলার অংশ বিশেষ, দক্ষিণে সিরাজদিখান,উপজেলা এবং পশ্চিমে নবাবগঞ্জএবং সিংগাইর উপজেলা যা উত্তর ও পূর্ব সীমানা বুড়িগঙ্গা, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ধলেশ্বরী (মোগল আমলে এই নদীর নাম ছিল ঢল সওয়ার)।

প্রত্যাশাঃ

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়নকল্পে, কেরাণীগঞ্জ উপজেলার জনগণের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের ২০.৫ % মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদে জনসাধারণের অবস্থা ও সারাদেশের জনসাধারণের অবস্থা খাত ভিন্নতর হয়। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ঠ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন।

খ) আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চত করনের লক্ষ্যে জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে।

গ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শষ্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশলঃ

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার আলোকে কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২২-২৩ হতে ২০২৯-৩০) প্রণয়ন করেছে এবং উক্ত পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর উপজেলা অর্থ ও বাজেট কমিটি প্রকল্প বাছাই কমিটি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি এর সহযোগিতায় উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা বইয়ের গঠন কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালকসহ জাইকার প্রতিনিধিদের সম্মুখে এটি উপস্থাপন করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

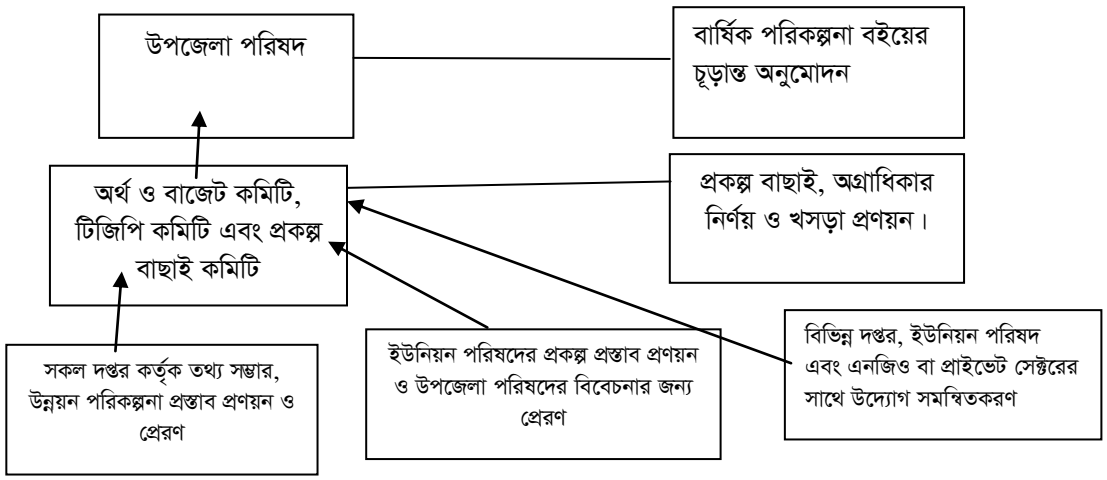

ক) বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিকে পুনঃগঠন করা হয়েছে।

খ) পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করতে সহায়তা করেছে এবং বাজেট তৈরীতে সহায়তা করেছে।

গ) উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদে সদস্য, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আহ্বান করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার ৩৬% অর্জন।
খ) সরকারি অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ।
গ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদের ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।

সীমাবদ্ধতাঃ

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই হিসেবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা অনেক কষ্টকর ছিলো। উপজেলা পর্যায়ে বইটি তৈরী করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে যথেষ্ট জনসচেতনতার অভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয়।
২. পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশের মতো একটি সুক্ষ্ম কাজের জন্য দক্ষ জনবল ও প্রশিক্ষণের অভাব কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়েছে।
৩. উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক পরিকল্পনার খাত, লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ করতে বেগ পেতে হয়েছে।
৪. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়।
৫. চাহিদার তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে প্রকল্প বাছাইকরণে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।
৬. সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে বিভিন্ন বিকল্প চিন্তা করতে হয়েছে।
৭. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের অপ্রতুলতাও রয়েছে।

উপজেলার মানচিত্র

কেরানীগঞ্জ উপজেলা ঢাকা জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা এবং এর আয়তন ১৬৬.৮৭ বর্গকিলোমিটার। ২৩.৬৮৩৩° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৯০.৩১২৫° পূর্বদ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপজেলাটির পশ্চিমে সিঙ্গাইর ও নবাবগঞ্জ, উত্তরে পূর্বে প্রবাহিত বুড়িগঙ্গা নদী, পশ্চিম দক্ষিণে প্রবাহিত ধলেশ্বরী ও কালিগঙ্গা, পূর্বে সূত্রাপুর, শ্যামপুর থানা ও নারায়ণগঞ্জ উপজেলা এবং দক্ষিণে সিরাজদিখান উপজেলা অবস্থিত। ১৯৮৪ সালে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১৩ সালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে কেরাণীগঞ্জ উপজেলাকে ২টি থানায় বিভক্ত করা হয়। থানা গুলো হলো কেরাণীগঞ্জ মডেল ও দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানা। কেরাণীগঞ্জ উপজেলাটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কেরাণীগঞ্জের নামের পেছনে কোন প্রকার ইতিহাস ভিত্তিক সমর্থন পাওয়া যায় না। তথাপি বাংলার কররানী বংশের রাজত্বকালের ইতিহাস থেকে কেরাণীগঞ্জ নামকরণের কিছুটা যৌক্তিক সমর্থন ক্ষীন হলেও পাওয়া যায়। কররানীরা আফগান বা পাঠান জাতির একটি উন্নত শাখা। শেরশাহ্ ও তাঁর ছেলে ইসলাম শাহ্ আফগানিস্থানের কিরাণ এলাকা থেকে এসে একটি পৃথক বংশের সূচনা করেন। তাঁজ খান কররানীই সর্বপ্রথম এই বংশকে বাংলার ইতিহাসে সুপরিচিত করেন। তাঁজ খানের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলেমান কররানী বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন (১৫৬৫-৭২ খ্রিঃ)। তাঁর মৃত্যুর পর বায়াজীদ কররানী এবং তাকে হত্যা করে দাউদ খান কররানী (১৫৭২ খ্রিঃ) বাংলার কররানী শাসক গোষ্ঠীর শেষ স্বাধীন বাদশাহ্ রাজত্ব করেন। মুনীম খান তাঁর অভিযান পরিচালনায় বর্তমান

দিনাজপুর ও দক্ষিণে বাকেরগঞ্জ হয়ে ঢাকার সোনারগাঁওয়ে প্রবেশ করেন। সর্বতই আফগানেররা মুঘল বাহিনীর গতিরোধে ব্যর্থ হয়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণ তীরে পশ্চাদপসরণ করে। কররানীদের এ স্থানে কিছুকাল অবস্থানই সম্ভবত ঃ কেরাণীগঞ্জ নামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। মোঘল রাজত্বকালে কেরাণীগঞ্জের পরিচয় ছিল প্রথমে আল জাজিরা(দ্বীপঞ্চল) এবং কোম্পানী আমলে তা হয় কেরাণীগঞ্জ। কথিত আছে যে, মোগল আমলে ঢাকার তৃতীয় গভর্ণর ইব্রাহীম খানের দু'জন কর্মচারী বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে বসবাস করতেন। সে থেকে এ এলাকার নাম কেরাণীগঞ্জ নাম করণ করা হয়। কিন্তু কেরাণীগঞ্জ নামে কোন গ্রামের অস্তিত্ব কেরাণীগঞ্জে নেই। বর্তমান কেরাণীগঞ্জ দ্বীপাকার বলে মোগল আমলের এক পর্যায়ে এই স্থানের নাম হয় পারজোয়ার। উত্তর ও পূর্ব সীমানা বুড়িগঙ্গা, পশ্চিম-দক্ষিণ সীমা ধলেশ্বরী (মোগল আমলে এই নদীর নাম ছিল ঢল সওয়ার)। 'জোয়ার' শব্দের অর্থ অঞ্চল এবং 'পার' শব্দের অর্থ তট। এই জন্যই এই এলাকার নাম পারজোয়ার যা আজও আংশিক এলাকার নাম বা পরিচয় হিসেবে চালু রয়েছে। পারজোয়ার মৃত্তিকায় বালির অংশই বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই স্থানের পুকুরগুলো খননের কিছুকালেই ভরাট হতে থাকে। এতে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে পার-জোয়ার বা কেরাণীগঞ্জ ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার চর হতে উদ্ভুত হয়েছে।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ -সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা ১২ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত যার আয়তন ১৬৬.৮৭ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা ১০০৯৮১৭। উপজেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো (যেমনঃ হাট বাজার, হাসপাতাল, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয়) এর উপস্থিতি বিভিন্ন সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বিষয়	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিমাণ/ সংখ্যা	উৎস/বছর
জেলা সদর থেকে দূরত্ব	০৩ কিঃমিঃ	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
আয়তন	১৬৬.২৩ বর্গ কিঃ মিঃ	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
জনসংখ্যা	১০০৯৮১৭ জন	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২ %	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
শিক্ষার হার	৫৮.৩%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
খানা/ পরিবার	২৬৫৭৪১	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
জনসংখ্যার ঘনত্ব	২১৫৬	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
গ্রাম/মহল্লা সংখ্যা	৪২৭	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
মৌজার সংখ্যা	১২৫	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
ইউনিয়ন সংখ্যা	১২	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
হাট-বাজার	১৬	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইউএনও অফিস
নদ-নদীর সংখ্যা	০৩	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
প্রজনন কেন্দ্র	০১	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
হাসপাতাল	০৪	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৩	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১০	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
তহশিল অফিস	৪	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা ভূমি অফিস
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	৩	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইউএনও অফিস
ডাকঘর	২২	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস

প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা শিক্ষা অফিস
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬২	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ	১২	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
মাদরাসা	১৫৬	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
মসজিদ	৫৫৫	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইসলামি ফাউন্ডেশন
মন্দির	১৫১	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
গির্জা	-	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
যোগাযোগঃ পাকা রাস্তা..... কি.মি. কাঁচা রাস্তা..... কি.মি. ব্রীজ/ কালভার্ট..... টি	৪৫৮.৩ কি.মি. ৫৪৬.৪৬কিঃমিঃ ১৯৯ টি	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা প্রকৌশল অফিস এলজিইডি
ধর্মঃ ১। ইসলাম .....% ২। হিন্দু .....% ৩। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য..... %	ধর্মঃ ১। ইসলাম ৯৩.৩৫% ২। হিন্দু ৬.২৫% ৩। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ০.৪%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার (%) (এসডিজি- ১)	১.২%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
কম ওজনের শিশুর হার (%) (এসডিজি- ২)	৭%	২০২১ সাল পর্যন্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (এসডিজি-৩)	১%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
শিক্ষার হার: প্রাথমিক সমাপ্ত (১৮ বছর বা অধিক বয়সী) (%)(এসডিজি ৪)	৭ বছর ও তদুর্ধ্ব এর শিক্ষার হার ৭৩.২৮%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস
উপজেলা ও ইউনিয়ন নারী সদস্য সংখ্যা (%) (এসডিজি ৫)	২৩%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	২৬.৬৪%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস
নলকূপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	৭২.৬৭%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস
বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৭)	৯৯.৭৫%	২০২২ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস

উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট নির্ধারন করতে গিয়ে উপজেলা পরিষদ দপ্তর প্রধানদের মাধ্যমে উপজেলায় বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যে, সকল হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/দপ্তরগুলোতে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যামান রয়েছে। সেই সমস্যাগুলো নিরসনে কি কি কার্যক্রম চলমান আছে চলমান ও কি কি পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একই সাথে আর কি ধরনের উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নেওয়া যায় তার সুপারিশ করা হয়েছে। কিভাবে বিদ্যামান সমস্যা সমূহ সমাধান করার মাধ্যমে কেরাণীগঞ্জ উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর একটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনে জনগণের জীবন অধিকতর সহজ করা সম্ভব তার একটি চিত্র দেখা যায়।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর সমস্যা সবচেয়ে বেশী এবং স্থানীয় জনগণের সবচেয়ে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকার কারণে। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো এর পরে বেশী সমস্যা ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা সবচেয়ে বেশী যথাক্রমে স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য এবং বন ও পরিবেশ খাতে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন হওয়ার পর উপজেলা পরিষদ মাসিক সভায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। উপজেলা পরিষদের সকল অংশীজন (উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগন, সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগন) এর সম্মিলিত আলোচনায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উল্লেখিত সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য একটি সামগ্রিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত মাসিক সভায় স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে ও চাহিদা ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সকল খাত থেকে ৬টি খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে। যেসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর এর সমস্যার সমাধানের করতে পারবে তা পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের সময় গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭) এ যোগাযোগ ও ভৌত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য এবং বন ও পরিবেশ খাতগুলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারন করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে অনেক গুলো দপ্তর (মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, যুবউন্নয়ন, সমাজসেবা, প্রানিসম্পদ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প এবং এলজিইডি) সরাসরি উপকৃত হবে।

খাত	সমস্যা / উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা				সাম্প্রতিক, চলমান এবং / অথবা পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পরে বিদ্যমান সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ / পাল্টা ব্যবস্থা
	সমস্যা	*অবস্থান/ এলাকা*	*পরিমাণ/বিস্তৃতি*	*কারণ*			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুল, কলেজ, উপজেলা, ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এবং গ্রামীণ বাজারে যেতে পারে না	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	১. কেরানীগঞ্জ উপজেলায় মোট ১০০৪.৭৩ কিঃমিঃ সড়কের মধ্যে ৫৪৬.৪৩ কিঃমিঃ সড়ক সম্পূর্ণ কাঁচা। ২. ৭৯ টি ব্রিজ নির্মাণ ৩. ১২০ টি কালভার্ট নির্মাণ ৫. ০৬ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ ৬. ৩০০০ মিটার রাস্তা পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ ৭. ০৪ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ	পর্যাপ্ত রাস্তা, ব্রিজ, লোহার পুল, ঘাট/ঘাটলা, গাইড ওয়াল, এবং কালভার্ট এর অভাব	এলজিইডি এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছরে (২০২২-২৩) ১. ১২ টি ইউনিয়নের ১০ কিমি রাস্তা নির্মাণ ও ১৫ কিমি রাস্তা সংস্কার, ২. ১১ টি ব্রিজ নির্মাণ ৩. ১ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ, ৬. ১০০০ মিটার রাস্তা পাইলিং/গাইড ওয়াল নির্মাণ	১. ৩২৫০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার। ২. ১৫০ টি ব্রিজ নির্মাণ ও সংস্কার। ৩. ১০০ কালভার্ট নির্মাণ। ৪. ২৫ ট ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ। ৫.৫০০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ । ৬. ৪২ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ।	উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১. ৯০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ এবং মেরামত করবে। ২. ২০ টি ব্রিজ সংস্কার করবে। ৩. ৫০ টি কালভার্ট নির্মাণ করবে। ৪. ১৫ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ করবে। ৫. ৫০০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ করবে। ৭. ২৫ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ করবে।
স্বাস্থ্য	জনগণ সঠিকভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি ক্লিনিক চিকিৎসা পায় পাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০১ টি ২। ০৩ টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ৩। ৩টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার ৪। ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক বিদ্যমান।	০১। স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের অভাব।	-	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০১ টি ২। ০৩ টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ৩। ১২ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার ৪। ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক বিদ্যমান।	উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১। ৩০ টি সিসি এবং ৫ টি ইউএসসি সংস্কার। ২। ২৫ টি সিসি এবং ২৫ টি ইউএসসিতে আসবাবপত্র সরবরাহ। ৩। ৫টি এনালাইজার মেশিন, ৫টি ইসিজি মেশিন, ৫টি ডেন্টাল এক্সরে মেশিন (ইউএইচসি) সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। ৪। স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
জনস্বাস্থ্য	জনগণ বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে না।	১২ টি ইউনিয়ন	২৫০০০ টি গভীর নলকূপ প্রয়োজন।	পর্যাপ্ত গভীর নলকূপের অভাব।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ডিপিএইচই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছরে (২০২২-২৩) ৬১২ গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান আছে।	২২৫০০ টি গভীর নলকূপ	উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২২৫০০টি নলকূপ স্থাপন করবে।
জনস্বাস্থ্য	স্থানীয় জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেট ব্যবহার করতে পারেনা।	১২ টি ইউনিয়ন	১৫০০ টি টয়লেট এবং ৪০০ টি ওয়াশব্লক নির্মাণ	পর্যাপ্ত ওয়াশব্লক এবং স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেটের অভাব।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ডিপিএইচই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছরে (২০২২-২০২৩) ৩০০ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ২০ টি ওয়াশব্লক নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	১৫০০টি টয়লেট ৪০০ টি ওয়াশব্লক	উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১৫০০ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ৪০০ টি ওয়াশব্লক নির্মাণ করবে।
প্রাথমিক শিক্ষা	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	১২৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২। মানসম্মত পাঠদানের অভাব। ৩। ১৫ টি বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ / দূর্বল অবকাঠামো। ৪। ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব। ৫। শিক্ষকদের আইসিটির উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	১। পিইডিপি - ৪ থেকে চলতি বছরে (২০২১-২০২২) ৫ টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২। পিইডিপি - ৪ থেকে চলতি বছরে ২৫ টি বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র মেরামতের কাজ চলমান আছে।	১। শিক্ষক সংকট। ২। মানসম্মত পাঠদানের অভাব। ৩। ১০ টি বিদ্যালয়ের দূর্বল অবকাঠামো। ৪। ২৫ টি স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব। ৫। ৮৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র মেরামতের প্রয়োজন। ৬। শিক্ষকদের আইসিটির উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৭। ১০০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব।	উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১। ১২৫ টি স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। ২। ১০ টি বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে। ৩। ৫০০ শিক্ষককে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ৪। শিক্ষক নিয়োগের জন্য উপজেলা পরিষদ মন্ত্রণালয়কে চিঠির মাধ্যমে সুপারিশ করবে। ৫। ১০০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে ।

মাধ্যমিক শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	৬২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	১। ১৫ টি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা সমূহে শিক্ষা উপকরণ এবং বেঞ্চ ও টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের স্বল্পতা। ২। ০৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের দূর্বল অবকাঠামো। ৩। মানসম্মত পাঠদানের অভাব। ৪। ৫০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব। ৫। শিক্ষকদের আইসিটির উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর চলতি বছরে (২০২২-২৩ হতে ২৬-২৭) পর্যন্ত ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে এবং শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ চলমান আছে।	১। ৩৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র এবং ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগত সমস্যা। ২। মানসম্মত পাঠদান অভাব। ৩। ৭০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব। ৪। শিক্ষকদের আইসিটির উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	১। উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে এবং ১০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। ২। শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ৩। ৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করবে। ৪। ১০০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে ।
মৎস্য	মৎস্য উৎপাদন যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।	১২ টি ইউনিয়ন	১১৫৩ জন মৎস্যজীবি ৪৫০ জন মৎস্যচাষী	১। মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে। ২। মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের অভাব। ৩। জনবল ও লজিস্টিক সংকট।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	১১৫৩ জন মৎস্যজীবি ৪৫০ জন মৎস্যচাষী	১। উপজেলা পরিষদ মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এডিপির ৫% টাকা বরাদ্দ প্রদান করবে। ২। মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
কৃষি	উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।	১২ টি ইউনিয়ন	২৫০০০ হাজার কৃষকের মধ্যে ৬৪% কৃষক।	১। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি এর অপ্রতুলতা। ২। পর্যাপ্ত খাল ড্রেজিং এর অভাব। ৩। কাঁচা সেচ নালা। ৪। পর্যাপ্ত আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব। ও বেড়িবাঁধ ব্যবস্থা। ৫। কৃষকদের কৃষি বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব। ৬। পর্যাপ্ত ড্রেন এর অভাব।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করার কাজ চলমান আছে। চলতি বছরে (২০২২-২৩ হতে ২৬-২৭) মধ্যে ৩৬% (আধুনিক যন্ত্রপাতিও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার না করা কৃষকের হার) থেকে ৩০% কমিয়ে আনা।	১। ৩০% কৃষক । ২। পর্যাপ্ত খাল ড্রেজিং এর অভাব। ৩। পর্যাপ্ত আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব । ৪। কাঁচা সেচ নালা। ৫। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব ৬। পর্যাপ্ত ড্রেন এর অভাব	১। উপজেলা পরিষদ ৩৪ % কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। ২। ড্রেন নির্মাণ করবে। ৩। কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে ৪। খাল ড্রেজিং এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে।
পরিবার পরিকল্পনা	স্থানীয় জনগন যথাযথভাবে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা পাচ্ছে না	১২টি এলাকা	১। ২ টি ইউনিয়ন (বাস্তা ও হযরতপুর)স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল ও জরাজীর্ণ অবকাঠামো। ২। ২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সংকট। ৩ ।প্রশিক্ষণের অভাব।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল ও জরাজীর্ণ অবকাঠামো। ২ ।আসবাবপত্র সংকট। ৩। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মেরামত ও সংস্কার কাজ(২০২১-২২ হতে ২৬-২৭ অর্থ বছর)চলমান আছে।	১। ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল ও জরাজীর্ণ অবকাঠামো। ২। ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র অভাব। ৩। প্রশিক্ষণের অভাব।	১। উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মেরামত ও ২৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র সরবারহ করতে পারে। ২ ।পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।
সমাজসেবা	সুবিধাভোগীদের যথাযথভাবে সেবা দেওয়া হচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	৪জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না।	দক্ষ জনবলের অভাব/পর্যাপ্ত জনবলের প্রয়োজন।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	৪ জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না।	কর্মরত মাঠকর্মী এবং অফিস কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

পল্লী উন্নয়ন	পল্লী উন্নয়ন অফিস থেকে স্থানীয় জনগনকে সঠিকভাবে সেবা গ্রহণ করতে পাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	১। ২ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ২। মাঠ কর্মীরা যথেষ্ট দক্ষ না।	১। পল্লী উন্নয়ন অফিসে জনবল সংকট। ২। মাঠ কর্মীদের পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহুর্তে চলমান নেই।	১। ২ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ২। মাঠ কর্মীরা যথেষ্ট দক্ষ না।	১। নতুন মাঠ কর্মী নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ। ২। উপজেলা পরিষদ পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।
প্রাণিসম্পদ	খামারিরা তাদের গবাদি পশু-পাখিদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও টিকা প্রদান সেবা পাচ্ছে না।	১২ টি ইউনিয়ন	১। ২৫২০ জন খামারি। ২। খামার তৈরীর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা।	১। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে অপ্রর্যাপ্ত যানবাহন। ২। খামারিদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৩। খামার তৈরীর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণার অভাব।	১। প্রানি সম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২। ইউটুসি প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গবাদি পশুর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।	১। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে অপ্রর্যাপ্ত যানবাহন। ২। খামারিদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৩। খামার তৈরীর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণার অভাব।	১। উপজেলা পরিষদ প্রাণিসম্পদ অফিসকে পর্যাপ্ত ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর প্রদান করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে সুপারিশ করবে। ২। উপজেলা পরিষদ প্রাণিসম্পদ এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ৩। খামার তৈরীর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা করবে।
সমবায়	স্থানীয় সমবায় সমিতির সদস্যরা সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছেনা।	১২ টি ইউনিয়ন	উপজেলার ২৮০ সমবায় সমিতির ৪৫৪৮২ হাজার সমবায়ী	১। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এর কার্যালয়ে জনবল সংকট । ২। সমবায়ীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহুর্তে চলমান নেই।	উপজেলার ২৮০ সমবায় সমিতির ৪৫৪৮২ হাজার সমবায়ী	১। উপজেলা পরিষদ এডিপির মাধ্যমে সমবায়ীদের জন্য ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
যুব উন্নয়ন	বরিশাল সদর উপজেলার যুবকরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ করার আগ্রহ কমে যাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	শত শত প্রশিক্ষণার্থী যুবক	১। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ২। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ভাতা না থাকার কারণে।	২০২২-২৩ হতে ২৬-২৭ অর্থবছর থেকে প্রশিক্ষণগুলোতে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।	১ বছর পর সমস্যা কিছুটা সমাধান হবে।	উপজেলা পরিষদ আগামী ৫ বছরে ২৫০ জন স্থানীয় যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনের সদস্যরা নিজেদেরও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছেনা	১২ টি ইউনিয়ন	১৫০০ নারী সদস্য	১। পর্যাপ্ত আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণের অভাব। ২। সেলাই মেশিন স্বল্পতা। ৩	ভিডব্লিউবি কর্মসূচীর আওতায় ১২টি ইউনিয়নে ১৪৮ জন উপকারভোগীর মধ্যে গরু পালন, ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, বাড়ী আশ পাশে সবজি চাষ ইত্যাদি আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ চলমান ২। আইজিএ প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জন দুঃস্থ মহিলা ও কিশোরীকে ফ্যাশন ডিজাইন ও বিউটিফিকেশন ট্রেড ও প্রশিক্ষণ চলমান। ৩। কেভিসি প্রকল্পের আওতায় কিশোর কিশোরী ক্লাব ১১টি ইউনিয়নে ১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্লাবে ৩৬০ জন কিশোর কিশোরীকে সংগীত আবৃতি ও ক্যারাতে প্রশিক্ষণ চলমান।	১৫০০ জন নারী সদস্য	১। উপজেলা পরিষদ আগামী ৫ বছরে ৫০০ জন নারী সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের (আত্মকর্মসংস্থান) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ২। গরীব ও দুস্ত মহিলাদের (দর্জির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করবে।

বন ও পরিবেশ	খেজুর গাছ ও তাল গাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	প্রচুর পরিমানে বনজ, ফলদ গাছ লাগানো প্রয়োজন।	২. স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতার প্রয়োজন।	১. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সার্কেল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	-	উপজেলা পরিষদ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন করবে।
আইন শৃংখলা (আনসার ও ভিডিপি)	স্থানীয় জনগণকে যথাযথভাবে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারছেনা।	১২ টি ইউনিয়ন	১. প্রতি ইউনিয়নে আনসার ও গ্রাম পুলিশ রয়েছে।	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে আনসার ও গ্রাম পুলিশ এর জনবল রয়েছে। ২। অফিসে জনবল সংকট	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহুর্তে চলমান নেই।	১. প্রতি ইউনিয়নে আনসার ও গ্রাম পুলিশ রয়েছে।	উপজেলা পরিষদ চাহিদা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিতে পারে।

পাঁচ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার আগামী পাঁচ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের আগামী পাঁচ বছরের জন্য উন্নয়ন তহবিলের সর্বমোট সম্ভাব্য আয় হবে **২৯ কোটি ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৭০ টাকা** যেখানে রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে আয় হবে **১৯** কোটি ২৩ লক্ষ **১৫** হাজার ৭৭০ টাকা, এডিপি (সরকারী অনুদান) থেকে প্রাপ্ত আয় হবে ৩ কোটি টাকা এবং ইউজিডিপি থেকে সম্ভাব্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এই তিনটি উৎসের বরাদ্দের উপর উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন আছে। উপজেলা পরিষদ উক্ত পরিমাণ বরাদ্দের ভিত্তিতে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ক্রমিক	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) (অর্থবছর ২০২২-২৩)	৫ বছরের বাজেট (লক্ষ টাকা) (বার্ষিক বরাদ্দ * ৫) (অর্থবছর ২০২২-২৩ হতে ২০২৬-২৭)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৫৪.৩২	২৭১.৬
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি (ইউজিডিপি)	৬০.০০	৩০০
৩	স্থানীয় ভাবে আহোরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	৪০.০০	২০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের বাজেট	১৮.৫০	৯২.৫
৫	ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এলজিএসপি ৩)	৩.৫০	১৭.৫

হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক উপজেলায় বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচি

কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত অনেক গুলো প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান আছে। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো (১৪ টি), শিক্ষা (৬ টি), স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (০৬ টি), কৃষি ও সেচ (০৬ টি), মৎস্য (০২ টি), প্রানিসম্পদ (০৩ টি), জনস্বাস্থ্য (০৬ টি), মহিলা বিষয়ক (০২ টি), যুব উন্নয়ন (০১ টি), পল্লী উন্নয়ন (০৩ টি), সমবায় (০১ টি), বন ও পরিবেশ (০১ টি), পিআইও বা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (০২ টি) এই সকল বিভাগের প্রকল্প/কর্মসূচি কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় এই মুহুর্তে চলমান আছে।

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - ২ (আইআরআইডিপি -৩)	যোগাযোগ	পল্লী এলাকার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
সার্বজনিন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জিএসআইডিপি-২)	যোগাযোগ	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি (জিওবি মেইন্টেন্যান্স)	যোগাযোগ	পল্লী এলাকার পাকা রাস্কতা, ব্রিজ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণএর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
গ্রাম সড়ক পুর্নবাসন প্রকল্প (ভিআরআরপি)	যোগাযোগ	গ্রামের সড়ক পুর্নবাসনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিকতর সহজ ও উন্নত করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস (সুপারবি)	যোগাযোগ	গ্রামীণ ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও উন্নত করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
বন্যা ও দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুর্নবাসন প্রকল্প (এফডিআর)	যোগাযোগ	বন্যা ও দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ড় পল-ী সড়ক অবকাঠামো পুর্নবাসন বা পুনঃ নির্মাণ/ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
বৃহত্তর ঢাকা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বিডিআরআইডিপি)	যোগাযোগ	পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে পল্লী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ঢাকা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর (বিজেপি)	যোগাযোগ	অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
দেশের দক্ষিনাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃ নির্মাণ/ পুর্নবাসন প্রকল্প (আইবিআরপি)	যোগাযোগ	দেশের দক্ষিনাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃ নির্মাণ/ পুর্নবাসন এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি)	অবকাঠামো	দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প (সিএইচএমএমপি)	অবকাঠামো	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ এর মাধ্যমে জনগনকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
সারাদেশে পুকুর খাল উন্নয়ন প্রকল্প	অবকাঠামো	পুকুর খাল উন্নয়ন এর মাধ্যমে কৃষিতে সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
দেশব্যাপি গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (প্রতি উপজেলায় একটি করে)	অবকাঠামো	াপি গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	অবকাঠামো	ইউনিয়ন পরিষদ কমপেণ্ডক্স নির্মাণ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের মান ও সেবার মান উন্নয়ন	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় ও ৩য় পর্যায়) (ক) বিনা মূল্যে লেট্রিন সেট বিতরন, (খ) পাবলিক টয়লেট নির্মান, (গ) কমিউনিটি লেট্রিন নির্মান	জনস্বাস্থ্য	স্যানিটেশন কার্যক্রম শুরু থেকে অদ্য পর্যন্ড় ৯০% জনসাধারন স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
পল্ণী পানি সরবরাহের প্রকল্পের অধীন (ক) ৬ নং গভীর নলকূপ স্থাপন	জনস্বাস্থ্য	প্রকল্প এলাকার ২৫২ টি পরিবার নিরাপদ খাবার পানির সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
অগ্রাধিকার মূলক পল্ণী পানি সরবরাহ প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন প্রকার পানির উৎস স্থাপন (ক) গভীর নলকূপ স্থাপন	জনস্বাস্থ্য	প্রকল্প এলাকার ১০৭৪ টি পরিবার নিরাপদ খাবার পানির সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
(ক) চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পে (১ম পর্যায়) অধীন ওয়াশ বেণ্ডাক নির্মান (খ) চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয় করনকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের অধীন ওয়াশ বেণ্ডাক নির্মান	জনস্বাস্থ্য	বর্ণিত প্রকল্পের আওতাভূক্ত ১৭ টি স্কুলের প্রায় ৫,৫০০ শিক্ষার্থী উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের (৩য় পর্ব) অধীন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে লেট্রিন সেট বিতরন	জনস্বাস্থ্য	২৭০ টি হত দরিদ্র পরিবার সরাসরি স্যানিটেশন সুবিধা পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
পানি সংরক্ষন ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন /সংস্কার প্রকল্প	জনস্বাস্থ্য	এলাকায় ১০০ টি পরিবার আপদকালীন সময়ে নিরাপদ পানি ব্যবহারে নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ মাধ্যমে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
সাসটেইনেবল কোস্টাল এবং ম্যারিন ফিশারিজ প্রকল্প	মৎস্য	উপকূলিয় ও সামদ্রিক মৎস্যসম্পদ এর টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং তাদের জীবিকার উৎকর্ষ সাধন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি। জেলেদের এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
ইউটুসি (ট২ঈ) প্রজেক্ট	প্রানিসম্পদ	উপজেলা থেকে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও তার সমাধান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
প্রানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (খরাবংঃড়পশ ফবাবষড়ঢ়সবহঃ ঢ়ৎড়লবপঃ)	প্রানিসম্পদ	ট্রেনিং এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ সকল ধরণের সহায়তার মাধ্যমে প্রানিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
কৃত্রিম গর্ভধারণ ভ্রূণ স্থানান্ড্র প্রকল্প (artificial insemination embryo transfer project)	প্রানিসম্পদ	সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃত্রিম গর্ভধারণ ভ্রূণ স্থানান্ড্র এর কাজ অধিকতর সহজ ও জনপ্রিয় করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
কমিউনিটি বেসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি)	স্বাস্থ্য	গ্রাম পর্যায়ে বা প্রত্যন্ড় এলাকার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেওয়া। প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক থাকবে যেখানে তারা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পায় এই উদ্দেশ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		এই প্রকল্প নেওয়া।		
হেলথ পপুলেশন নিউট্রিশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ)	স্বাস্থ্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ	স্বাস্থ্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেণ্ডক্স এর মেরামত কাজ	স্বাস্থ্য	বাকেরগঞ্জ উপজেলার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এর মেরামত কাজ	স্বাস্থ্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
রুটিন এন্ড পিরিওডিক্যাল মেইন্টেন্যন্স এর কাজ	স্বাস্থ্য	বাকেরগঞ্জ উপজেলার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
রাজস্ব বাজেটভুক্ত সেচ অবকাঠামো মেরামত (আইডবি- উআরএম)	কৃষি	সেচ অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
বাংলাদেশে দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলীয় ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প (এএসএসএসআরবিপি)	কৃষি	ক্ষুদ্র চাষীদের উন্নয়ন এর মাধ্যমে চাষীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	কৃষি	আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল, মসলা বীজ সংরক্ষণ, বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	কৃষি	কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের ডাল, তেল, মসলা বীজ সংরক্ষণ এবং বিতরণ এর মাধ্যমে কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে প্রদর্শনী স্থাপন	কৃষি	বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
কৃষি আবহাওয়া উন্নতিকরন প্রকল্প	কৃষি	কৃষি আবহাওয়া উন্নতিকরনের মাধ্যমে কৃষিতে উন্নতীকরন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
নিড বেসড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (এনবিআইডিজিপিএস)	শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ভবন নির্মানের ফলে পরিবেশের উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
নিড বেসড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব নিউলি ন্যাশনালাইজড গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল(এনবিআইডিএনএনজিপিএস)	শিক্ষা	নতুন জাতীয়করণ করা হয়েছে এমন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ভবন নির্মানের ফলে পরিবেশের উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিত করণ প্রকল্প	শিক্ষা	শিশুদের আনন্দঘন পরিবেশে উপকরণের মাধ্যমে পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষে বর্ণ, বানী, খেলনা ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিত করন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত
স্লিপের মাধ্যমে বিদ্যালয় সজ্জিত করণ প্রকল্প	শিক্ষা	স্লিপের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম উন্নয়ন করা ও	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যযন্ত

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
		মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্ড়বায়ন করা।		
নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে বেকার যুবকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	যুব উন্নয়ন	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
সমবায়ীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	পল্লী উন্নয়ন	সুফলভোগীরা প্রশিক্ষনের সুযোগ গ্রহন করে দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
আমার বাড়ি আমার খামার	পল্লী উন্নয়ন	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনের জন্য অত্যন্ড় গুর“ত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু গ্রামীণ পরিবারের ৮০% এর বেশি হচ্ছে ক্ষুদ্র খামার ভিত্তির পরিবার, দারিদ্র বিমোচনের এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের সম্পৃক্ত করে টেকসই ও ন্যায়সঙ্গতভাবে উন্নয়ন। এখন পর্যন্ড় অনেক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম কারণ তাদের নিয়মিত আয়ের উৎস নেই; এই ধরণের মানুষদের আওতাভূক্ত করা একটি লক্ষ্য ছিল, প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ মিলিয়ন পরিবার।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি ৩)	পল্লী উন্নয়ন	"প্রকল্প এলাকায় সফলভাবে লিংক মডেল বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারন ঘটানো"। গ্রামীণ জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড ও সেবাসমূহ প্রাপ্তি নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে লিংক মডেলের মাধ্যমে স্থানীয় সকল সুবিধাভোগিদের (গ্রামবাসী, ইউপি, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ) মধ্যে উলম্ব ও সমান্ড়রাল সংযোগ স্থাপনপূর্বক লিংক মডেলকে টেকসই পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টালে অব্যাহত রাখা। লিংক মডেল এমন একটা কাঠামো যা গ্রামীণ জনগণের চাহিদা পূরণ এবং পলণ্টী উন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রামকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে দেয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	সমবায়	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (আইজিএ)	মহিলা বিষয়ক	আইজিএ প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র এলাকার শিক্ষিত বেকার মহিলাদের বন্টক-বাটিক ও বিউটিফিকেশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান	মহিলা বিষয়ক	সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
সুফল প্রকল্প	বন ও পরিবেশ	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে বনায়ন। কেরাণীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৭৮৫ টি চারা রোপন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
টিআর (১ম ও ২য় পর্যায়) **(দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়)**	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২৫০০ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান করছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
কাবিটা/কাবিখা (১ম ও ২য় পর্যায়) **(দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়)**	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২৩০০ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান করছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত
৪০ দিনের কর্মসূচি/ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী **(দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়)**	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৯৫৪০ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান করছে ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত

রূপকল্প বিবরণী ঃ

রূপকল্প ঃ-

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার জনগণের জন্য উন্নত যোগাযোগ, কৃষিতে আধুনিকায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও টেকসই স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণসহ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কেরাণীগঞ্জ বিনির্মাণ।

আদর্শ অবস্থা ঃ-

১। স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

২। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

৩। শিক্ষার মানোন্নয়ন।

৪। কৃষি ও মৎস্যের উন্নয়ন।

৫। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনায়ন।

৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ লক্ষ্য ও ফলাফল

উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৬ টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় হয়েছে স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে। এই ৬ টি লক্ষ্যের মধ্যে ৫ টি লক্ষ্য ৮ টি খাতে কাজ করবে। খাতগুলো হলো যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, স্বাস্থ্য (স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা), কৃষি, মৎস্য এবং বন ও পরিবেশ। বাকি লক্ষ্য হল মানবসম্পদ উন্নয়ন যা অনেকগুলো খাতে কাজ করবে।

লক্ষ্য - ১ (যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, পাইলিং/গাইড ওয়াল নির্মাণ, কালভার্ট, লোহার পুল, ঘাট/ঘাটলা, যাত্রী ছাওনী নির্মাণ এবং ব্রিজ সংস্কার করবে।

উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য - ২ (স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য) অর্জনের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ওয়াশব- ক নির্মাণ, হাসপাতাল ভবন ও কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। এছাড়া জনবল নিয়োগ এবং অ্যাম্বুলেন্স ও এক্সরে মেশিনের জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করবে।

লক্ষ্য - ৩ (শিক্ষা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বিদ্যালয়সমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলরুম নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক নিয়োগ ও আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা, শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে।

লক্ষ্য - ৪ (কৃষি ও মৎস্য) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ কৃষকদের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ, ইউড্রেন নির্মাণ, হালট ও খাল পুনঃখননের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ, বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ, মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মৎস বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

লক্ষ্য - ৫ (বন ও পরিবেশ) অর্জনের জন্য চারা গাছ ও বীজ রোপন এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা করবে।

লক্ষ্য - ৬ (মানবসম্পদ উন্নয়ন) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বেকার সমস্যা দূরীকরণে যুবউন্নয়নে আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, যুবউন্নয়ন, সমাজসেবা, প্রানিসম্পদ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সেলাই, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, উপজেলা পরিষদ, এলজিইডি, পলণ্টী উন্নয়ন এবং পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন সরবরাহ করবে।

নং	লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১. ৩২৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও মেরামত ২. ১০০ টি কালভার্ট নির্মাণ ৩. ২৫ টি ঘাট/ ঘাটলা নির্মাণ ৬. ৩০টি ব্রিজ সংস্কার ৭. ১৪ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ	১. ৩২৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও মেরামত এর কাজ সম্পন্ন হবে। ২.১০০ টি কালভার্ট নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ৩. ২৫ টি ঘাট/ ঘাটলা নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ৪. ৩০ টি ব্রিজ সংস্কার এর কাজ সম্পন্ন হবে। ৭. ১৪ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। উল্লিখিত কাজগুলোর নির্মাণ এবং সংস্কার কাজ সম্পন্ন হলে কেরাণীগঞ্জ উপজেলার ৫ লক্ষ স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ হবে।

২	স্থানীয় জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও টেকসই এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করা।	জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য	৪৫০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন।	৪৫০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন এর কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে, সকল ইউনিয়নের ৯০ হাজার জন স্থানীয় মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানি পান করার সুযোগ পাবে।
			৩০০টি টেকসই এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ	৩০০টি টেকসই এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে, সকল ইউনিয়নের ২৪ হাজার স্থানীয় মানুষ টেকসই এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।
			৮০ টি ওয়াশব্লক নির্মাণ	৮০ টি ওয়াশব্লক নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে, ১২ টি ইউনিয়নের ৫০ হাজার স্থানীয় মানুষ ওয়াশব্লক ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।
			১. উপজেলা পরিষদ ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত। ২. ৩০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং দুইটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ। ৩. বিভিন্ন হাসপাতালের ৫ টি ভবন মেরামত ৪. জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়কে চাহিদার তালিকাসহ সুপারিশ। ৫. ১ টি অ্যাম্বুলেন্স এবং ২ টি এক্সরে মেশিন সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ। ৬. স্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	বহির্বিভাগের রোগীর সংখ্যা মাসে ৫ লাখ ১০ হাজার থেকে ৪ লাখ ৮০ হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।
৩	শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন এবং মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	শিক্ষা	১. ২০ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ২. ৪৭ টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলরুম নির্মাণ ৩. ৪৮ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৪. ৫০ টি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা ৫. ১০০ টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও ১০০ টি বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ৬. শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ৭. ৫০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করা	শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হার ৮০% থেকে ৯৫ % এ উন্নিত হবে।
৪	কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি নির্ভর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	কৃষি ও মৎস্য	১. ২৫০০০ কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ সরবরাহ। ২. বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ৩. বালু ভরাট বন্ধ করণ। ৪. কৃষির বিভিন্ন বিষয়ের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন ৪% বৃদ্ধি পাবে।
			১. মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ ২. মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৩. মৎস্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ	মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ এর ফলে মৎস্য উৎপাদন ৫% বৃদ্ধি পাবে।
৫	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের মোকাবেলার	বন ও পরিবেশ	১) প্রতি বছর ২ লাখ চারা গাছ ও বীজ রোপন ২) জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন	১) পাঁচ বছরে ১০ লাখ চারা গাছ ও বীজ রোপণ সম্পন্ন হবে।

	লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন।			২) উপজেলার জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
৬	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।	মানবসম্পদ উন্নয়ন	১. বেকার সমস্যা দূরীকরণে যুবউন্নয়নে আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা। ২. মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, যুবউন্নয়ন, সমাজসেবা, প্রানিসম্পদ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সেলাই, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, উপজেলা পরিষদ, এলজিইডি, পল্লী উন্নয়ন এবং পরিবার পরিকল্পনা ৩. ৪০ টি সেলাই মেশিন সরবরাহ	১. ২০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ২. ৪০ টি সেলাই মেশিন সরবরাহ এর ফলে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকপ্রাপ্ত খাতসমূহ

উপজেলা পরিষদ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৬ টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। লক্ষ্যগুলো হল যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য, বন ও পরিবেশ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন।

উপজেলা পরিষদ সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো এবং জনস্বাস্থ্য খাতকে কারণ স্থানীয় জনগণের সবচেয়ে বেশী চাহিদা এই দুইটি খাতে। তারপর যথাক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বন ও পরিবেশ। এখানে নিম্মুক্ত টেবিলে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরেই অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রাপ্ত সবগুলো খাতেই উন্নয়ন বরাদ্দ রেখেছে শুধুমাত্র বন ও পরিবেশ ছাড়া। উপজেলা পরিষদ ২য় বছর থেকে বন ও পরিবেশের জন্য বরাদ্দ রেখেছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য চিহ্নিত অগ্রাধিকপ্রাপ্ত খাতসমূহ	বছর ১	বছর ২	বছর ৩	বছর ৪	বছর ৫
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো					
শিক্ষা					
স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য					
কৃষি ও মৎস্য					
বন ও পরিবেশ					
মানবসম্পদ উন্নয়ন					

পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার ফরম্যাট

অর্থবছরঃ ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২০২৭

উপজেলা পরিষদ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য উপজেলা পরিষদ তার বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে কর্মসূচি/ প্রকল্প প্রস্তাবনা সংগ্রহ করেছে। কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রস্তাবনা সংগ্রহের শেষে উপজেলা পরিষদ প্রকল্প বাছাই কমিটির মাধ্যমে কর্মসূচি/ প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে। কর্মসূচি/প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা হয় স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪৩ টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোতে ৯ টি, শিক্ষাতে ১৩ টি, জনস্বাস্থ্যতে ৩ টি, স্বাস্থ্যতে ৭ টি, কৃষিতে ৫ টি, মৎস্যতে ২ টি, বন ও পরিবেশে ২ টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরে উপজেলা পরিষদ সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রেখেছে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোতে। এরপর যথাক্রমে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বন ও পরিবেশ।

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইঃ ট্যাঃ	কর্মসূচি / কার্যক্রমের শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (পুরুষ / নারী, শিশু, প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তাবয়ন সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	তহবিলের উৎস	কর্মসূচি প্রস্তুতকারি
							১	২	৩	৪	৫				
১	রাস্তা সলিংকরণ	উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের ৫০ কিমি রাস্তা ইট সলিংকরণের মাধ্যমে ১২ টি ইউনিয়নের জনগণের বিভিন্ন স্থানে (স্কুল, কলেজ, বাজার, ইউপি, ইউজেডপি, ভূমি অফিস) যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।	৫০ কিমি	১২টি ইউনিয়নের ৩ লক্ষ স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৬০০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
২	রাস্তা সিসিকরণ	উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ২.৫ কিমি রাস্তা সিসিকরণের মাধ্যমে ৬ টি ইউনয়নের স্থানীয় বাসিন্দার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।	২.৫ কিমি	৬ টি ইউনিয়নের ২০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৭০.৪৫	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
৩	রাস্তা মেরামত	উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের ৭.৫ কিমি রাস্তা মেরামতের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	৭.৫ কিমি	১০ টি ইউনিয়নের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৮০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
৪	রাস্ড্র পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রাস্তার ভাঙ্গনরোধে রাস্তার ২০ মিটার পাইলিংকরণ করা।	৫০০ মিটার	৭ টি ইউনিয়নের ২০ হাজার স্থানীয় জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৭ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২২	এডিপি	৭ টি ইউনিয়ন
৫	ঘাটলা/ ঘাট নির্মাণ	খেয়াঘাট পারাপারসহ বিভিন্ন স্থানে (খাল, পুকুর) ৩৫ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	৩৫ টি	১২ টি ইউনিয়নের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি/ ইউজিডিপি	সকল ইউনিয়ন
৬	লোহার পুল নির্মাণ	বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামীণ সড়কের বিভিন্ন স্থানে (খালের উপর) ৩০টি লোহার পুল নির্মাণ করা হবে।	৩০ টি	১২ টি ইউনিনের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪৫	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
৭	ব্রিজ সংস্কার	স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন স্থানে ১৫ টি ব্রিজ সংস্কার করা হবে।	১৫ টি	১২ টি ইউনিয়নের ৪০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
৮	কালভার্ট নির্মাণ	বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামীণ রাস্ড়ায় কালভার্ট নির্মাণ করে স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজকরণ	৫০ টি	১২ টি ইউনিয়নের ৭০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
৯	যাত্রী ছাওনী নির্মাণ	যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ছাওনী নির্মাণ করা।	১০ টি	১২ টি ইউনিয়নের ২০ হাজার স্থানীয় জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
১০	বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ২০ টি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০ টি	২০ টি বিদ্যালয়ের ৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি/ ইউজিডিপি	সকল ইউনিয়ন
১১	শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	শ্রেণিকক্ষ সংকট দূর করার লক্ষ্যে ১৫ টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হবে।	১৫ টি কক্ষ	১৫ টি বিদ্যালয়ের ৫০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
১২	শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ	জরাজীর্ণ শ্রেণিকক্ষ সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যাবে।	২০ টি কক্ষ	২০ টি বিদ্যালয়ের ৬০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
১৩	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে।	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়ের ৮০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
১৪	ভবন নির্মাণ	স্কুল এন্ড কলেজের ভবন নির্মাণ করা।	১ টি ভবন	১ টি বিদ্যালয়ের	শিক্ষা	১ টি ইউনিয়ন						উপজেলা	১৮	ইউজিডিপি	১ টি

				৫০০ শিক্ষার্থী								পরিষদ			ইউনিয়ন
১৫	ভবন সংস্কার	৩ টি স্কুলের ৩ টি ভবন সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে।	৩ টি ভবন	৩ টি বিদ্যালয়ের ১৫০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৩ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৭.৬১	ইউজিডিপি	৩ টি ইউনিয়ন
১৬	হলরুম নির্মাণ	দুইটা স্কুলে দুইটা হলরুম নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে।	২ টি	২ টি বিদ্যালয়ের ১০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	২ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৪.১২	ইউজিডিপি	২ টি ইউনিয়ন
১৭	আসবাবপত্র সরবরাহ	সকল ইউনিয়নের ৬০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি) সরবরাহ করা হবে।	৬০ টি বিদ্যালয়	৬০ টি বিদ্যালয়ের ২৪ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
১৮	ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	বাকেরগঞ্জ উপজেলার ৫০ টি স্কুলে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা।	৫০ টি বিদ্যালয়	৫০ টি বিদ্যালয়ের ১০ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৯	শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	বাকেরগঞ্জ উপজেলার ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন বিতরণ করা।	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়ের ৭ হাজার শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১৫	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২০	শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট দূরীকরণের জন্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	১০০ টি স্কুলে ২ জন করে	১০০ টি বিদ্যালয়ের ৪০০০০ শিক্ষার্থী।	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	-	-	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
২১	বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	১০০ টি বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা। বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ হলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বাড়বে।	১০০ টি স্কুল	১০০ টি বিদ্যালয়ের ৪০০০০ শিক্ষার্থী।	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	-	-	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
২২	শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০ টি স্কুল	১০০ টি বিদ্যালয়ের ২০০ শিক্ষক	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৬	এডিপি/ ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
২৩	গভীর নলকূপ স্থাপন	১৪ টি ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৩০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।	৩০০ টি	১৪ টি ইউনিয়নের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	জনস্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৮৫	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
২৪	টয়লেট নির্মাণ	১৪ টি ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৮০ টি স্বাস্থ্যসম্মত এবং টেকসই টয়লেট নির্মাণ করা হবে।	৮০ টি	১২ টি ইউনিয়নের ২৪ হাজার স্থানীয় জনগণ এবং ছাত্রছাত্রী	জনস্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৬০	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
২৫	ওয়াশব্লক নির্মাণ	১০ টি ইউনিয়নের স্থানীয় নাগরিকদের জন্য ১০ টি ওয়াশবণ্ডক নির্মাণ করা	১০ টি	১০ টি ইউনিয়নের ৩০ হাজার স্থানীয় জনগণ	জনস্বাস্থ্য	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন

২৬	কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত	বিভিন্ন ইউনিয়নে জনগণকে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত করা।	১৩ টি	১০ টি ইউনিয়নের ২৬ হাজার স্থানীয় জনগণ	স্বাস্থ্য	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৬	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
২৭	কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র সরবরাহ	কমিউনিটি পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র সরবরাহ করা।	৩০ টি	১৪ টি ইউনিয়নের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	স্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৫	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
২৮	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ	ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করা।	৭ টি	৭ টি ইউনিয়নের ২১ হাজার স্থানীয় জনগণ	স্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৭	এডিপি	৭ টি ইউনিয়ন
২৯	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ	ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করা।	২ টি	২ টি ইউনিয়নের ৬ হাজার স্থানীয় জনগণ	স্বাস্থ্য	২ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২	এডিপি	২ টি ইউনিয়ন
৩০	বিভিন্ন হাসপাতালের ভবন মেরামত	কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালের ভবন মেরামত করা	৫ টি	উপজেলার ৬৩০ হাজার স্থানীয় নাগরিক	স্বাস্থ্য	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	১০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩১	এ্যাম্বুলেন্স এবং এক্সরে মেশিন সরবরাহের জন্য সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	রোগী পরিবহন ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	৩ টি	উপজেলার ৬০ হাজার স্থানীয় নাগরিক	স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স						উপজেলা পরিষদ	-	-	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা
৩২	জনবল নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	স্থানীয় জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	৪০ জন	উপজেলার ৯০ হাজার স্থানীয় নাগরিক	স্বাস্থ্য	সিসি, ইউএসসি এবং ইউএইচসি						উপজেলা পরিষদ	-	-	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা
৩৩	কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ	২৫০০০ কৃষক	২৫০০০ কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৮	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৪	আধুনিক সেচনালা ব্যবহারসহ বিভিন্ন	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সেচনালা ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	৪ টি প্রশিক্ষণ	১০০০ কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪	এডিপি	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা

	বিষয়ের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ														
৩৫	সেচের জন্য হালট ও খাল পুনঃখনন এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচের জন্য হালট ও খাল পুনঃখনন এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	৫টি	২৫০০০ কৃষক	কৃষি	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	-	-	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
৩৬	বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	কৃষি জমি এবং ফসলকে রক্ষা করার জন্য এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেবেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	৫ কিমি	২৫০০০ কৃষক	কৃষি	কেরাণীঘঞ্জ উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	-	-	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
৩৭	ইউড্রেন নির্মাণ।	সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাকেরঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ইউড্রেন নির্মাণ।	২০ টি	২০০০ কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৩৫	এডিপি	সকল ইউনিয়ন
৩৮	মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ করা হবে।	১০ টি	২০ হাজার মৎস্যজীবী	মৎস্য	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	৬	এডিপি	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৩৯	মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১০ টি	১০ হাজার মৎস্যজীবী	মৎস্য	১০ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১০	এডিপি	১০ টি ইউনিয়ন
৪০	চারা গাছ ও বীজ রোপন	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের মোকাবেলার লক্ষ্যে চারা গাছ ও বীজ রোপন	১০ লক্ষ	উপজেলার ৩ লক্ষ ১৩ হাজার নাগরিক	বন ও পরিবেশ	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা						উপজেলা পরিষদ	৫	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪১	জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন	নির্বিচারে গাছ কাটা এবং জলবায়ু পরিবর্তনে এর প্রভাব নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন	৫ টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার ৩ লক্ষ ১৩ হাজার নাগরিক	বন ও পরিবেশ	সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করা হবে। কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্মকান্ড পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার, এবং সেগুলোর ফলাফল পরিবীক্ষন ও তত্ত্বাবধান করবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য উপজেলা পরিষদকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহায়তা প্রদান করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরণীও সংরক্ষণ করবেন। পরিবীক্ষণ হচ্ছে পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপযোগ্য সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত/ কাঙ্খিত ফলাফলের অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে।

টিজিপি'র সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ করবে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন হবে। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলো সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করা হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে এবং ডিডিএলজি অফিসে প্রেরণ করা হবে। ডিডিএলজি ডিএলজি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে রিপোর্ট করবেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে এবং প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পনা সংশোধনও করা হতে পারে।

পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করতে পারবে।

- বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;
- অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
- স্থানীয় জনগণের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য; এবং
- বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা ।

উপজেলা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছালে একই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এবং পরিকল্পনা প্রস্তুতির একই রকম প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে; প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো বিবেচনায় আনতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা হয় তবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেট তদানুযায়ী সংশোধন করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে, একটি চূড়ান্ত পরিবীক্ষণ / পর্যালোচনা করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে।

চূড়ান্ত পরিবীক্ষণ/পর্যালোচনা তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো যেতে পারে যাতে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলো পরিকল্পনা মাফিক অর্জন করা গিয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়। যদি না হয়, তাহলে কোন বিষয়গুলো দায়ী? এই পরিকল্পনার ফলে উপজেলা পরিষদ কি শিখেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলো কাজ করছে আর কোনগুলো করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলো উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (Monitoring Report)

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	বার্ষিক অর্জন এবং বাস্তবায়নের শতকরা হার (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	সম্পদ/টাকা (%)

উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি

ক্রমিক নং	সদস্যবৃন্দের নাম	ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
১	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	কেরাণীগঞ্জ	সভাপতি	
২	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৩	চেয়ারম্যান, শুভাঢ্যা ইউনিয়ন	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৪	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৫	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৬	চেয়ারম্যান, কলাতিয়া ইউনিয়ন	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৭	উপজেলা প্রকৌশলী	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য সচিব	

পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি

ক্রমিক নং	সদস্যবৃন্দের নাম	ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	কেরাণীগঞ্জ	সভাপতি	
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৩	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৪	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৫	সহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৬	উপজেলা প্রকৌশলী	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য সচিব	

প্রকল্প বাছাই কমিটির সদস্য তালিকা

ক্রমিক নং	সদস্যবৃন্দের নাম	ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
১	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	কেরাণীগঞ্জ	আহ্বায়ক	
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৩	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৪	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৭	উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৮	সহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
৯	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
১০	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
১১	সকল ইউপি চেয়ারম্যান	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
১২	উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্যবৃন্দ	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য	
১৩	উপজেলা প্রকৌশলী	কেরাণীগঞ্জ	সদস্য সচিব	

-সমাপ্ত-